০৪-০৪-১৮ প্রাতঃ মুরলী ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা – জীবিত থেকেও জীবন্মৃত হও। আমরা হলাম অশরীরী আত্মা - এই প্রথম পাঠটিকে প্রতিদিন ভালোভাবে রপ্ত করতে থাকো ।"

প্রশ্নঃ- কাকে সম্পূর্ণ সমর্পিত বলা যাবে?

উত্তর- যে সম্পূর্ণ সমর্পিত হবে, সে দেহী-অভিমানী হবে। এই দেহটাও আমার নয়। এখন আমরা শরীর-হীন হচ্ছি অর্থাৎ তন-মন-ধন যা কিছু আছে, সেইসব বাবাকে অর্পণ করছি। সকল প্রকার "আমার-আমার"-কে সমাপ্ত করে পুরোপুরি ট্রাস্টি হয়ে থাকাই হল সম্পূর্ণ স্যারেন্ডার হওয়া। বাবা বলেন - বাচ্চারা, তোমরা আমার হয়ে যাও এবং অন্য সবকিছু থেকে মমত্ব মিটিয়ে দাও। ব্যবসা কর, সামলাও, মা-বাবাকে দেখাশোনার জন্য উপার্জন কর। কিন্তু বাবার শ্রীমৎ অনুসারে ট্রাস্টি হয়ে কর।

গীতঃ- তোমার দ্বারে এসেছি শপথ নিয়ে, হৃদয় এনেছি হাতে নিয়ে, যাব না ফিরে ...

ওম্ শান্তি। বাচ্চারা গীত শুনল। গীতের মধ্যে নিশ্চয়ই অর্থ আছে এবং বাবা স্বয়ং এর অর্থ বোঝাচ্ছেন। একেই বলা হয় জীবিত থেকেও মৃত্যুবরণ করে বাবার হওয়া। বাবার বাচ্চা হওয়ার পরে টিচার কিংবা গুরু করে। এমন নয় যে সকলেই লৌকিক গুরু করে। তবে অধিকাংশই গুরু করে। খ্রিস্টানরাও বাচ্চার জন্ম হলে তাকে খ্রিস্টানাইজ করে, গুরুর কোলে বসিয়ে দেয়। পাদ্রী হোক অথবা যেই হোক, সে তো নিশ্চয়ই যীশুখ্রীস্ট নয়। ওরা বলে, তার নাম নিয়ে আমরা খ্রিস্টান হই। তোমরা বাচ্চারা এখন জানো যে আগে আমরা বাবার বাচ্চা হই। নিজের শরীর-মন-সম্পত্তি যা কিছু আছে, সব বাবাকে অর্পণ করি। জীবিত থেকেও মৃত্যুবরণ করি, অর্থাৎ আমরা আত্মারা তাঁর হয়ে যাই। এটা বুদ্ধিতে থাকতে হবে। আমার যা কিছু রয়েছে - আমার শরীর, আমার ধন-দৌলত, আত্মীয়-স্বজন সবকিছু ভুলতে হবে। মারা যাওয়ার পরে তো সবকিছু ভুলে যায়। কত উঁচু লক্ষ্য। আমরা হলাম অশরীরী আত্মা - এইটা পাক্কা করতে হবে। এমন নয় যে তোমরা শরীর ত্যাগ করে মৃত্যুবরণ কর। না, আত্মা তো কমপ্লিট পিওর হয়নি। হয়তো বাবার বাচ্চা হয়েছ, কিন্তু বাবা বলছেন - তোমরা আত্মারা এখন অপবিত্র। আত্মার ডানা এখন ভেঙে গেছে। তাই আত্মা এখন উড়তে পারবে না। তমোপ্রধান হওয়ার জন্য একজন আত্মাও ফেরত যেতে পারবে না। মায়া আত্মাদের ডানা পুরোপুরি ছেঁটে দিয়েছে। বাবা বুঝিয়েছেন যে আত্মা হল ফ্লাইং স্কাইড। সবথেকে দ্রুতগামী। এর থেকে দ্রুতগামী আর কিছু হয় না। আত্মাকে কেউ ধরতে পারবে না। অন্তিমে মশার মতো সব আত্মারা ফেরত যাবে। কোথায় যাবে? অনেক অনেক দূরে, চন্দ্র-সূর্যের থেকেও ওপরে। ওখান থেকে আর ফিরে আসতে হবে না। ওরা তো সূর্য পর্যন্তই পৌঁছাতে পারে না। তোমাদেরকে এর থেকে আরও অনেক দূরে যেতে হবে। সূক্ষ্মবতনের থেকেও ওপরে মূলবতনে যেতে হবে। ঝট করে চলে যায়। আত্মা তার ডানা পেয়ে যায়। হিসাবপত্র মিটিয়ে দিয়ে আত্মা পবিত্র হয়ে যায়। এই বিনাশকালের অনেক মহিমা লেখা রয়েছে। সকল আত্মাকে হিসাবপত্র মিটিয়ে ফেরত যেতে হবে। এখন তো সব আত্মা-ই ময়লা এবং পাপ আত্মা। এখানেই পুনর্জন্ম নিতে থাকে। তোমরা জানো যে এটা হল অসীমের নাটক। অভিনয় করার জন্য সকল অভিনেতাকে ওখান থেকে অবশ্যই আসতে হবে। সকল আত্মা-ই স্টেজের ওপর আসবে। বিনাশের সময় হলে সবাই এসে যায়। ওখানে থেকে

কি করবে? অভিনেতা কি অভিনয় না করে ঘরে বসে থাকবে? নাটকের মঞ্চে তো আসতেই হবে। ওখান থেকে যখন সব আত্মা চলে আসে, তখন বাবা সবাইকে নিয়ে যান। বাবা বলছেন – আমি হয়তো এখানে আছি, কিন্তু এখনও আত্মারা আসছে। ক্রমানুসারে বৃদ্ধি হচ্ছে। তারপর তোমরা ক্রমানুসারে ফেরত যাবে। সবকিছু তোমাদের স্থিতির ওপরেই নির্ভরশীল, তাই জীবন্মুত হতে হবে। আমি হলাম আত্মা – এইটা মনে রাখার জন্যই পরিশ্রম করতে হয়। বাচ্চারা প্রতি মুহূর্তে দেহ-অভিমানে আসার ফলে ভুলে যায়। তখনই দেহী-অভিমানী হবে যখন সম্পূর্ণ সমর্পিত হবে। বাবা, এই সবকিছু তোমার। আমিও তোমার। এই দেহটাতো আমার নয়। এটাকে আমি ত্যাগ করেছি। বাবা, আমি তোমার। বাবা বলেন – আমার সন্তান হয়ে অন্য সবকিছু থেকে মমত্ব মিটিয়ে দাও। কিন্তু তাই বলে এটা নয় যে এখানে এসে বসে যাবে। তোমাদেরকে নিজ নিজ ব্যবসাও করতে হবে, ঘর সামলাতে হবে। বাচ্চাদের জন্য উপার্জন করতে হবে। মা-বাবার সেবা করে তাদের ঋণ শোধ করতে হবে। মা-বাবা যে লালন পালন করে, সেই ঋণের বোঝা বাচ্চার ওপরে চাপে। এখন এই বাবা তোমাদের লালন পালন করছেন, তাই আগে থেকেই তোমাদেরকে সমর্পিত করিয়ে নেন। সবকিছু দিয়ে দাও। সেইগুলো দিয়ে এরপর তোমাদের লালন পালনও হয়। এটা হল শিববাবার ভাণ্ডারা। মাতা-পিতা তোমাদের মতো বাচ্চাদেরকে লালন পালন করছেন। আদিতে যারা এসেছিল, তারা ঝট করে সবকিছু সমর্পণ করে দিয়েছিল। নিজের কাছে কিছুই রাখেনি। সমর্পন করার পরে সেই সম্পত্তি থেকে বিনা অনুমতিতে কাউকে টাকা পয়সা দিতে পারবে না। শাস্ত্রতে যেমন হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী রয়েছে। কিন্তু যথার্থভাবে কিছুই নেই। ভারত সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। ভারতবাসীদের মত পবিত্র এবং সুখী আর কেউ হয় না। ভারত হল সবথেকে বড় তীর্থ যেখানে পতিত-পাবন বাবা এসে পঞ্চতত্বসহ সমগ্র সৃষ্টিকে পবিত্র বানান। এখন এইসব তত্ব শত্রু হয়ে গেছে। ভূমিকম্প হবে, তুফান আসবে। কারণ এইগুলো সব তমোপ্রধান হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসবে, অনেক দুঃখ দেবে। এইসময়ে সকল জিনিসই দুঃখ দেয়। সত্যযুগে সবকিছু সুখদায়ী হবে। ওখানে এইরকম তুফান কিংবা আবহাওয়া গরম হওয়া ইত্যাদি কিছুই থাকবে না। এইসব তোমাদের মধ্যেও খুব কমজনই বুঝতে পারে। আজ আছে, কিন্তু কাল আর নেই – তাহলে বলা হবে যে সে কিছুই বুঝত না। হয়তো এখানে আসে, কিন্তু সবাই তো টিকে থাকে না। এখান থেকে যাওয়ার ১০ দিন পরেই খবর দেয় যে বাবা, অমুককে মায়া খেয়ে নিয়েছে। এইরকম তো হতেই থাকে। ফুল এখন ছোট আছে। বড় হলে তাতে ফল ফলবে। ফল হয়ে গেলে অন্যকেও নিজসম বানানোর ক্ষমতা থাকে। এইরকম ফুলগুলো ফল ধারণ করে। যেহেতু বাবার বাচ্চা হয়েছ, তাই প্রজাও বানাতে হবে। ওয়ারিশও বানাতে হবে। এমন যেন না হয় যে কেবল পান্ডা হয়ে বাবার কাছে এলাম আর বললাম – ব্যস, আমি পৌঁছে গেছি। না, তোমাদের লক্ষ্য অনেক উঁচু। বাচ্চারা বলে – অনেক মায়াবী তুফান আসে। এটাও বলে – বাবা, আমি তোমারই ছিলাম, তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিয়েছিলাম, এরপর পুনর্জন্ম নিতে নিতে ৮৪ জন্ম পার করে পুনরায় তোমার হয়েছি। আমি তো তোমার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নেবই। তাই এইরকম বাবাকে কতই না স্মরণ করতে হবে এবং অন্যদেরকে নিজসম বানিয়ে তার প্রতিদান দিতে হবে। নাহলে মালিক কিভাবে হবে? নিজের ওয়ারিশ বানাবে কিভাবে? প্রজার সাথে সাথে ওয়ারিশও দরকার যে গদিতে বসবে। বাবার কাছে তো অনেকেই আসে, কিন্তু তারপরে সঙ্গ ত্যাগ করে দেয়। বুদ্ধিযোগ ছিন্ন হলেই খেল খতম। কোনো কোনো বাচ্চা বাবার কাছে এসে জিজ্ঞেস করে – বাবা, অবস্থাকে কিভাবে পরিপক্ক করব যাতে কোনো তুফান লাগবে না। তাদের তো রাস্তা বলা হয় যে বাবাকে স্মরণ কর। তুফান তো লাগবেই। বক্সিং-এ কি এইরকম কখনো দেখেছ যে কেবল একজনই থাপ্পড় খাচ্ছে। নিশ্চয়ই দুইজনের মধ্যেই সেই হিম্মত থাকবে। একজন একটা থাপ্পড় মারলে অন্যজন

দশটা থাপ্পড় মারবে। এটাও তো বক্সিং। বাবাকে স্মরণ করতে থাকলে মায়া ক্রমশ পলায়ন করবে। কিন্তু ঝট করে তো হবে না। মায়ার সাথে কুস্তি লড়তে হবে। এমন ভেবো না যে মায়া থাপ্পড় মারবে না। সে যেই হোক না কেন, সবার জন্যই এটা একটা কঠিন বক্সিং। অনেকেই ভয় পেয়ে যায়। মায়া একদম প্রাণ ওষ্ঠাগত করে দেয়। এটা তো যুদ্ধক্ষেত্র, তাই না? বুদ্ধিযোগ লাগানোর ক্ষেত্রে মায়া অনেক সমস্যা তৈরি করে। সকল পরিশ্রম কেবল যোগের ক্ষেত্রেই। হয়তো বাবা বলেন যে জ্ঞানী আত্মা আমার প্রিয়। কিন্তু এমন নয় যে কেবল জ্ঞানদানকারী বাচ্চা আমার প্রিয়। আগে সম্পূর্ণ যোগযুক্ত হতে হবে। বাবাকে স্মরণ করতে হবে। মায়াবী বিঘ্নগুলোকে ভয় পেও না। তোমরা তো বিশ্বের মালিক হও। ১৬১০৮ এর মালা অনেক বড়। অন্তিমে গিয়ে সম্পূর্ণ হবে। ত্রেতাযুগের অন্তিম পর্যন্ত এতজন প্রিন্স-প্রিন্সেস হবে। কিছু না কিছু নিদর্শন তো আছে, তাই না? ৮ এবং ১০৮-এর নিদর্শনও রয়েছে। এইগুলো একেবারে সঠিক। ত্রেতাযুগের অন্তিম পর্যন্ত এতজন (১৬১০৮) প্রিন্স-প্রিন্সেস হয়। শুরুতে তো এতজন থাকবে না। প্রথমে খুব কমজন থাকবে। পরে পরে বৃদ্ধি পাবে। ওরা সবাই এখানেই তৈরি হয়। এখন খুব ভালো সুযোগ রয়েছে। কিন্তু অনেক পরিশ্রম করতে হবে। গান করে - মরে যাব, তবুও কখনো ছাড়ব না। বাবা বলেন- এইসব তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্যেই। বাচ্চারাও বলে - আমার সবকিছু কেবল তোমার। অনেকে বলে - এই সবকিছু ভগবানের দান। কিন্তু বাবা এখন বলছেন, এইসব তো বিনষ্ট হয়ে যাবে। বিনাশ তো হবেই, তাই না? তোমাদের কাছে কি আছে? এই শরীরটারও তো বিনাশ হয়ে যাবে। এখন আমি পুনরায় তোমাদেরকে বদলি করে দিচ্ছি। তোমরা তো কেবল এক্সচেঞ্জ করছ, তাই না? তাই বাবা বলছেন- বাচ্চারা, তোমরা অশরীরী হও। আমাকে স্মরণ কর, সবকিছু সমর্পণ কর। বাবা বলছেন, আমি এইসব শাস্ত্রসমূহের সারকথা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। যে শাস্ত্রগুলো পড়েছে, সে বুঝতে পারে। বাবা বলেন, আমি ব্রহ্মার মুখ দ্বারা তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি। আমি আগের কল্পেও তোমাদেরকে রাজযোগ শিখিয়ে রাজা-রানী বানিয়ে ছিলাম। এখন পুনরায় বানাচ্ছি। কখনো মানুষ মানুষকে গীতা শুনিয়ে, রাজযোগ শিখিয়ে, রাজা-রানী বানাতে পারবে না। তাহলে গীতাপাঠ শুনে কি লাভ? বাবা বলছেন, আমি স্বয়ং কল্পে-কল্পে এসে তোমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাই। যদি আমার হও, তবেই তো ওয়ারিশ হবে, তাই না? সুতরাং তোমরা যত বেশী যোগযুক্ত থাকবে, তত শুদ্ধ হতে থাকবে। বাবা, এই সবকিছু তোমার। আমি তো কেবল ট্রাস্টি। তোমার আদেশ ছাড়া আমি কিছুই করব না। কিভাবে শরীর নির্বাহ করতে হবে, তার জন্যও মতামত নিতে হবে। সাধারণতঃ গরিবরাই সম্পূর্ণ চার্ট দেয়। যারা ধনী, তারা দিতে পারবে না। সারেন্ডার হতে পারবে না। এইরকম খুব কমজনই বেরিয়ে আসে। যেমন রাজা জনকের নাম রয়েছে। সন্তানরা থাকলে, জয়েন্ট প্রোপার্টি থাকলে আলাদা হবে কিভাবে? ধনী ব্যক্তিরা সম্পত্তি কিভাবে ত্যাগ করবে যাতে তারা সারেন্ডার হবে। বাবা তো হলেন দীননাথ। মাতারা হল সবথেকে গরিব, কন্যারা তাদের থেকেও আরও গরিব। কন্যাদের মধ্যে কখনো উত্তরাধিকার পাওয়ার নেশা থাকে না। কিন্তু পুত্রদের পিতার সম্পত্তির প্রতি নেশা থাকে। তাই সেইসব ত্যাগ করে বৈকুন্ঠের উত্তরাধিকার নিতে হবে। দান সর্বদা গরিবদেরকেই করা হয়। ভারত হল সবথেকে গরিব। আমেরিকা সবথেকে ধনী। ওকে কি উত্তরাধিকার দেওয়া হয়? ভারত সবথেকে ধনী ছিল, অন্য কোনো ধর্ম ছিল না। কেবল ভারতবাসীরাই ছিল। একটাই ভাষা ছিল। ঈশ্বর এক। আমি এক সাম্রাজ্য, এক ধর্ম, এক ভাষার স্থাপন করি। ওয়ান অলমাইটি গভর্নমেন্ট স্থাপন করি। ওয়ান থেকে তারপর টু, থ্রী হবে। এখন তো কত ধর্ম আছে। এরপর অবশ্যই এক ধর্ম আসবে। এইসব ৫ হাজার বছরের কথা। মানুষ মনে করে অমুক ব্যক্তি মরে গিয়ে স্বর্গবাসী হয়েছে, হয়তো সে ওপরে চলে গেছে। দিলওয়াড়া মন্দিরেও উপরে ছাদে স্বর্গ দেখানো হয়েছে। এর ফলে মানুষ

সংশয়াপন্ন হয়ে যায়। বাস্তবে ওপরে কোথাও স্বর্গ নেই। তোমরা এখন জেনেছ যে বাবার কাছে যেতে হবে এবং তারপর এখানে এসে রাজত্ব করব। এই জ্ঞান সর্বদা বুদ্ধিতে থাকতে হবে যাতে অন্য কাউকে বোঝাতে পার। যদি কাঁচা হও, তাহলে মায়াও কাঁচা চিবিয়ে খাবে। বাবার কাছে খবর আসে - অমুক ব্যক্তি এমন একটা তীর মেরেছে যে আমি বাবার হয়ে গেছি। শাস্ত্রে লেখা আছে যে কুমারীর দ্বারা তীর মেরেছে। একেই জ্ঞানবান বলা হয়। কেবল বাবার কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হবে। এছাড়া কোনো স্থূল তীরের কথা নয়। কিছুই জানে না। মানুষের যা মনে হয়েছে তাই লিখে দিয়েছে। নোংরামিতে ভরপুর। যারা ঋদ্ধি-সিদ্ধি দেখায়, তারাও আজকাল সংখ্যায় অনেক হয়ে গেছে। যখন সত্য প্রকাশিত হয়, তখন মিথ্যা তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। তোমরা এখন বুঝেছ যে শিববাবা হলেন নিরাকার এবং এই ব্রহ্মা হল সাকার। এছাড়া নাভি ইত্যাদির কোনো গল্প নেই। মিথ্যার প্রভাবে মানুষ সত্যকে বুঝতে পারছে না। আজকাল এত সুন্দর নকল গয়না বেরিয়েছে যে আসল গয়না চাপা পড়ে গেছে। তোমরা যখন কাউকে সত্যকথা শোনাও তখন যেন তাদের গায়ে লঙ্কা লাগে। আরে! প্রিয়তম বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার তো নিতে হবে। তিনি কিভাবে সর্বব্যাপী হবেন? সর্বব্যাপী শব্দের তো কোনো অর্থই হয় না। যেহেতু গড ফাদার স্বর্গ স্থাপন করেন, সুতরাং আমাদের উচিত স্বর্গের মালিক হওয়া। তাহলে এত কাঙাল হয়ে গেছি কেন? যেহেতু আমরা বাবার বাচ্চা, তাহলে আমরা কেন স্বর্গের মালিক নয়? আমরা কিভাবে নরকের মালিক হয়ে গেছি? গড তো হলেন নুতন দুনিয়ার রচয়িতা। এমন নয় যে তিনি পুরাতন দুনিয়া স্থাপন করেন। বাবা তো পুরাতন ঘর বানাবেন না। সর্বদা এইরকম চিন্তন করতে হবে। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি রুহানী বাচ্চাদের প্রতি রুহানী বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) মায়াবী বিঘ্নগুলোকে ভয় পাওয়া উচিত নয়। বাবার স্মরণের দ্বারা সকল বিঘ্নকে দূর করতে হবে।

২) বুদ্ধি দ্বারা সবকিছু সমর্পণ করে অশরীরী হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে। জ্ঞানী আত্মার সাথে সাথে যোগী আত্মাও হতে হবে।

বরদান:- নিরন্তর যোগী এবং পবিত্র হয়ে সকল বিকারকে বিদায় করতে সক্ষম শক্তি স্বরূপ, পূজ্য স্বরূপ হও

বাবার কাছ থেকে সকল বাচ্চারা দুটি মুখ্য বরদান প্রাপ্ত করে - ১) "সর্বদা যোগী হও" এবং ২) "পবিত্র হও" । যে সর্বদা এই বরদানকে জীবনে অনুভব করে সে কেবল দুই চার ঘন্টার জন্য যোগী হয়না, সে নিরন্তর যোগী হয়। কখনো কখনো পবিত্র নয়, সকল বিকারকে বিদায় দিয়ে সদা পবিত্র হয়ে যায়। এমন হয় না যে কখনো ক্রোধ কিংবা মোহ এসে যায়। কোনোরূপ বিকারই স্মৃতি স্বরূপ হতে দেবে না। সুতরাং এইরকম যোগীই হল শক্তি স্বরূপ এবং সদা পবিত্র পূজ্য স্বরূপ।

স্লোগান:- সর্বদা জ্ঞান সূর্যের সম্মুখে থাকলে ভাগ্যরূপী ছায়া তোমার সাথেই থাকবে।